যায়যায়দিন

তারিখ 4 MAR 2009
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৬

নরসিংদী সরকারি কলেজ

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও অনার্সে ভাগ্যে জুটছে না শিক্ষার্থীদের

নরসিংদী প্রতিনিধি

নরসিংদী সরকারি কলেজে ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও ১ হাজার ১৬৩ শিক্ষার্থী অনার্সে অধ্যয়ন থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছে। ফলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তারা পছন্দের বিষয়ে অনার্স পড়ার সুযোগ পাচ্ছে না।

কলেজ সূত্রে জানা যায়, ৩০ জানুয়ারি অনার্স ভর্তি পরীক্ষায় নরসিংদী সরকারি কলেজে বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মানবিক শাখা থেকে ৪ হাজার ২০০ পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল। এ পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাখা থেকে ৩৭৫, বাণিজ্য শাখা থেকে ১ হাজার ৫৯৫ এবং মানবিক শাখা থেকে ১ হাজার ৩৩ জন- মোট ৩ হাজার ৩ পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে।

কিন্তু নরসিংদী সরকারি কলেজে তিনটি বিভাগে অনার্সের মোট ১৬টি বিষয়ে আসন আছে ১ হাজার ৮৪০টি। এর মধ্যে মানবিক শাখায় বিভিন্ন বিষয়ে ১ হাজার ৭০টি, বাণিজ্য শাখায় ৪৫০টি এবং বিজ্ঞান শাখায় ৩২০টি আসন আছে। কিন্তু এ উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর তুলনায় আসন সংখ্যা কম আছে ১ হাজার ১৬৩ জনের। আর এই ১ হাজার ১৬৩ শিক্ষার্থীর চলতি অনার্স প্রথমবর্ষে ভর্তির বিষয়টি অনিশ্চিত। কারণ এরই মধ্যে সীমিত আসন অনুযায়ী মেধা ক্রমানুসারে মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। এ ভর্তি প্রক্রিয়ার কাজ চলবে ১২ মার্চ পর্যন্ত। এদিকে কলেজ কর্তৃপক্ষ মেধাক্রমানুসারে ভর্তির কাজ শুরু করলেও এ অনার্স ভর্তিকে কেন্দ্র করে এরই মধ্যে নরসিংদী সরকারি কলেজ ক্যাম্পাসে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের নেতাদের পদচারণা বেড়ে গেছে। পছন্দের বিষয়ে ভর্তি হতে আগ্রহী শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন মাধ্যমে কলেজ শিক্ষকদের কাছে তদবির-সুপারিশের জন্য ধরণা দিচ্ছে।

ঐ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চাইলে কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর গোলাম মোস্তফা মিয়া এবং উপাধ্যক্ষ প্রফেসর আবু বকর সিদ্দিক যায়যায়দিন প্রতিনিধিকে জানান, কলেজ চলে একটা নিয়মের মধ্যে। যতো তদবির-সুপারিশই করা হোক না কেন নিয়মের বাইরে এখানে কোনোকিছু করার সুযোগ নেই। আসন সংখ্যা সীমিত থাকার কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমরা ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের ইচ্ছা পূরণ করতে পারছি না।